গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা।

বিষয়: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বিজিএমইএ'র মধ্যে অনুষ্ঠিত ২৩.০৮.২০০১ইং তারিখের সভায় আলোচিত বিষয়াবলী ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ।

আলোচ্যসূচী ঃ

১। **দূনীতি দমন ব্যুরো কর্তৃক তদন্তাধীন ও জব্দকৃত নথির বিপরীতে কাঁচামাল খালাস অব্যাহত রাখাঃ**

দূর্নীতি দমন ব্যুরো শুল্ককর ফাঁকির অভিযোগের ভিত্তিতে কাস্টমস্ হাউস ও বন্ড কমিশনার হতে বিভিন্ন নথি তলব করছে এবং কোন কোন নথি জব্দ করছে। এসআরও অনুযায়ী সকল ধরনের অনিয়মের জন্য বন্ডারই দায়ী থাকবে এবং ইউডিও বন্ডারই সকল দায়-দায়িত্ব বহন করবেন মর্মে শর্ত দিয়ে জারী করা হচ্ছে। কিন্তু কাস্টমস্ কর্মকর্তাকে হয়রানি করা হচ্ছে বলে প্রকশ। ইতোমধ্যে বিজিএমইএ হতে দূর্নীতি দমন ব্যুরোর মহা-পরিচালককে ৩০.০৬.২০০১ইং পত্রের রপ্তানীর স্বার্থে শুল্ক কর্মকর্তা ও বিজিএমইএ কর্মকর্তাদেরকে ইউডি জারী ও কাঁচামাল খালাসের জন্য বিব্রত না করা এবং কোন ক্ষেত্রে তাঁদের সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হলে তা বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বিজিএমইএ-কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

নথি জব্দকালে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে বাঁধা নেই বলে দূর্নীতি দমন ব্যুরোর মহা-পরিচালক বিজিএমইএ কে মোখিকভাবে জানান। কিন্তু নথি জব্দ হলে কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ মাল খালাসের অস্বীকৃত জানাচেছন। উল্লেখ্য যে, তদন্ত দীর্ঘদিন চলতে পারে। অতএব, কোন অভিযোগ প্রমাণিত হবার পূর্বে দেশের রপ্তানীর স্বার্থে কার্যক্রম বন্ধ করা সমীচিন হবে না। এ ব্যাপারে মাননীয় চেয়ারম্যান একটি যৌথসভা আহবান করে বিষয়টি সুরাহার উদ্যেগ গ্রহণ করতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) দূনীতি দমন ব্যুরো তাঁদের নিজস্ব দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় তদন্ত পরিচালনা করবে। এতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না।
(খ) উৎপাদন অব্যাহত রাখা ও সময়মত রপ্তানীর স্বার্থে তদন্তাধীন ও নথি জব্দকৃত কেসে কাঁচামাল খালাস অব্যাহত থাকবে। যদি মূল নথি জব্দ করা হয় তাহলে ছায়া নথি সংরক্ষণ করতে হবে যাতে কার্যক্রম অব্যাহত রাখা যায়।
(গ) বিজিএমইএ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বরাবরে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করবে যাতে তদন্ত, তদন্তের বিষয়ে নথি জব্দ ও রপ্তানীর বর্তমান হালচাল, কারখানা বন্ধ হওয়া,আন্তর্জাতিক বাজারের অবস্থা এবং রপ্তানীর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার উপর মন্তব্য থাকলে ইহা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ দুনীতি দমন ব্যুরোতে প্রেরণ করা হবে।

আলোচ্যসূচী ঃ

২। ***কাটিং প্রদান প্রসঙ্গে।***

ইদানিং চট্টগ্রাম কাস্টমস্ হাউস থেকে অনেক ফেব্রিক্সের উপর কাটিং প্রদান করা হচ্ছে। এমনকি যে সকল পণ্যের বাজার মূল্য আমদানী মূল্যের চেয়ে কম বা সেনসিটিভ নয় ও যাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ/অনিয়ম নাই তাদের ক্ষেত্রেও কাটিং প্রদান করা হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-৩(১৫)শুল্কঃরপ্তানী ও বন্ড/৯৮/৪২৬ তাং-২৩.০৩.১৯৯৯ যোগে সন্দেহের বশে কাটিং প্রদান না দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। এছাড়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্যের সাথে বিজিএমই'র ০৩.০৭.২০০১ইং তারিখের বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে

কেবলমাত্র যেখানে কাটিং অপরিহার্য বলে মনে করা হবে সে ক্ষেত্রে কাটিং সীমাবদ্ধ রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। দেখা যায় যে, কাটিং তদারকী সঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায় না এবং কাটিং প্রোগ্রাম অনুযায়ী কর্মকর্তা প্রেরণ ও তদারকী সম্পন্ন সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায়, কাটিং তদারকী রপ্তানী বাঁধাগ্রস্থ করে।

সিদ্ধান্ত ঃ

সদস্য (শুল্ক) বিজিএমইএ সহ সংশ্লিষ্ট কমিশনারের সাথে সভা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে কাটিং দেয়া হলে তা যোক্তিকতা তুলে ধরতে হবে।

আলোচ্যসূচীঃ

৩। নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স জারীতে বিলম্ব ঃ

অনেক পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান নতুন কারখানা স্থাপন করেও বন্ড লাইসেন্স পেতে বিলম্বের কারনে উৎপাদন শুরু করতে পারে না। অনেক পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বন্ড লাইসেন্স পেতে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হচেছ। এ ব্যাপারে অনেক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে বন্ড কমিশনারেট হতেও বিজিএমইএ'র নিকট সুপারিশ চাওয়া হচেছ যা বিজিএমইএ থেকে প্রয়োজনীয় তদন্তের পর প্রদান করতে পারে।

এমতাবস্থায়, সকল দিক বিবেচনা করে বিজিএমইএ সকল কাগজপত্র পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে গ্রহণ করে পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে তদন্তের পর বন্ড লাইসেন্স জারী করার মানদন্ড সঠিক পাওয়া গেলে ফি এর চালান , প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও সুপারিশসহ বন্ড কমিশনারেট বরাবরে আবেদনগুলো প্রক্রিয়াজাত করে দাখিল করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) বিজিএমইএ কর্তৃক প্রক্রিয়াজাত ও সুপারিশকৃত কেসে সকল বিষয় সঠিক থাকলে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দ্রুত স্পট ভেরিফিকেশন ও তদন্ত কাজ সমাপণান্তে বন্ড লাইসেন্স ১৫ দিনের মধ্যে জারী করা হবে।

(খ) বিজিএমইএ বন্ড কমিশনারের সাথে বৈঠক করে পদ্ধতি ও নির্দিষ্ট দলিলাদি দাখিলের ব্যাপারটি চূড়ান্ত করবে।

(গ) সকল পোশাক শিল্প মালিক কর্তৃক নতুন কারখানার জন্য বন্ডেড লাইসেন্সের আবেদন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শর্ত শিথিল করা যাবে যা বিজিএমইএ বন্ড কমিশনারের সাথে বৈঠক করে চূড়ান্ত করবে।

(ঘ) সকল উদ্যোক্তা কর্তৃক নতুন কারখানা ও বড় ধরনের কারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বন্ড কমিশনার হতে পরিদর্শনের জন্য উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা (নূন্যতম সহকারী/উপ-কমিশনার) প্রেরণ করা হবে।

৪। *আলোচ্যসূচী ঃ*

শুল্ককর ফাঁকি, পণ্য অবৈধ অপসারণ, জালিয়াতির মাধ্যমে ভূঁয়া কাগজপত্র তৈরী ইত্যাদি অপারাধের জন্য মামলা দায়ের ঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে বিজিএমইএ'র ১১.১০.১৯৯৮ইং তারিখের বৈঠকের সিদ্ধান্ত ছিল যে, যে সব ক্ষেত্রে জালিয়াতি বা ইচছাকৃত শুল্ক ফাঁকি দেয়ার ঘটনা ঘটবে সে সব ক্ষেত্রে বিজিএমইএ থানায় মামলা দায়ের করবে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৮ সালে বিজিএমইএ থানায় ০৫টি এফআইআর করে। পরবর্তীতে কেসগুলো সিআইডিতে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু এর অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। বিজিএমইএ'র সাথে সরকারী সংস্থা কর্তৃক মামলা করা হলে তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যথাযথ গুরুত্বের সাথে এগুলোর তদন্ত সমাধা করতো। অন্যদিকে বিজিএমইএ সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধিতে সদস্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করার সুযোগ নেই। কাস্টমস্ আইন অনুযায়ী কাস্টমস্ কর্মকর্তাই মামলা করার ক্ষমতা রাখে। এমতাবস্থায়, কাস্টমস্ কর্তৃক মামলা দায়ের করা সঙ্গত হবে বলে বিজিএমইএ মনে করে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) বিজিএমইএ তার সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধি সংশোধন করবে যাতে অপরাধকারী সদস্যসমূহের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যায়।

(খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা কাস্টম্স্ হতে ও যুগপৎ মামলা দায়ের করা হবে।

(গ) ইতিমধ্যে বিজিএমইএ যে ৫টি মামলা দায়ের করেছে সে ব্যাপারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে জরুরী ভিত্তিতে সুরাহার জন্য সিআইডিকে অনুরোধ করা হবে।

আলোচ্যসূচী ঃ

৫। শর্ট শিপমেন্ট কেস সুরাহার পদ্ধতি সহজীকরণঃ

আমদানীকৃত ফেব্রিক্সের ত্রুটির কারনে নির্ধারিত পরিমান তৈরী পোশাক রপ্তানী অনেক সময় সম্ভব হয় না।

কাপড়ের শেড, রং ত্রুটি, শ্রিংকেজ, শেডিং ও বন্দর হতে ফ্যাব্রিক্সের শর্ট ডেলিভারী ইত্যাদি কারণে নির্ধারিত পরিমাণের পোশাক তৈরী সম্ভব হয় না। অন্য কথায় এসব কারনে ওয়েষ্টেজ বেশী হয়। পূর্বে ওয়েস্টেজ এর কারনে ৩% পর্যন্ত অপচয় অনুমোদন করা হতো। কিন্তু বর্তমানে শর্ট শিপমেন্ট হলেই অডিট সমাপ্তির পর ডিমান্ড জারী করা হয়। বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে ০১.০৮.১৯৯৯ইং তারিখের বৈঠকে উত্থাপন করা হয়। উল্লেখিত সভার সিদ্ধান্ত হয় যে, শর্ট শিপমেন্টের বিষয়ে কেস- টু-কেস ভিত্তিতে সুরাহা করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে উচচ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করা হবে যারা সংশ্লিষ্ট কেসগুলো ফয়সালা করবে। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে ২৯.১০.২০০০ইং তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, সংশ্লিষ্ট কেসগুলো বন্ড কমিশনারেট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিজিএমইএ এর সাথে যৌথভাবে তদন্ত করে নিশ্চিত হয়ে এগুলো ফয়সালা করবে যা প্রয়োজনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড শর্ট শিপমেন্টের দায় হতে অব্যাহতির জন্য সুপারিশ প্রেরণ করবেন। এই প্রক্রিয়ায় শর্ট শিপমেন্টজনিত কেস সুরাহার সময়ক্ষেপন হয় এবং ডিমান্ডের বিষয়ে পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচেছ।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে,অনেক সময় পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান শিল্প প্রতিষ্ঠান লেফট-ওভার ফেব্রিক্সের ব্যবহার করে পণ্য রপ্তানী করে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিমাণের পণ্য রপ্তানী করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

শর্ট শিপমেন্ট কেস টু কেস বন্ড কমিশনারেট তার মেধার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করবেন এবং এ বিষয়ে একটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন বোর্ডে প্রেরণ করবেন।

আলোচ্যসূচী ঃ

Bond continuous হওয়ার শর্ত শিথিলকরণঃ

ক) বর্তমানে বিভিন্ন বহুতলা বিশিষ্ট কর্মাশিয়াল বিল্ডিং তৈরী হচেছ এবং বিভিন্ন ফ্লোরে বিভিন্ন কারখানা স্থাপিত হচেছ। অনেক সময় একই গ্রুপের একাধিক প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন ফ্লোরে স্থাপন করা হচেছ। অন্যদিকে ক্রেতাদের বিভিন্ন শর্তের কারণে কারখানা এমনভাবে স্থাপন করা হচেছ যাতে শ্রমিকদের সকল সুবিধা/চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা থাকে। উল্লেখ্য যে,বিদেশী ক্রেতাদের শর্ত অনুযায়ী Work Place Code of Conduct ও লেবার কোড Compliance জরুরী হওয়ায় কারখানা আন্তর্জাতিক মানে স্থাপন করতে হচেছ। ফলে, প্রসস্ত জায়গা ও সকল সুবিধা নিশ্চিত হচেছ। এর ফলে কারখানাভেদে কাঁচামালের গুদাম একই ফ্লোরে ও নিকটস্থ ফ্লোরে স্থাপন করা সম্ভব হচেছ না। তবে একই গ্রুপের আওতায় নীচতলায় কারখানাওয়ারী কাঁচামালের বন্ড স্থাপন করা হলে কারখানার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হতে পারে। প্রয়োজনে কারখানার কাঁচামালের গুদাম ভিন্নভাবে পার্টিশনসহ স্থাপন করা যেতে পারে। আরও উল্লেখ্য যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত বিজিএমইএ'র ০২.১২.২০০০ ইং তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কারখানা প্রিমিসের বাইরে প্রয়োজনে অতিরিক্ত গুদামের অনুমতি দেবার সিদ্ধান্ত হয়। ইহা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১০.০১.২০০১ ইং তারিখের নথি নং-৩(২১)শুল্কঃরপ্তানী ও বন্ড/৯৮/১০৫ যোগে জারী হয়।

খ) অন্যদিকে অনেক কম্পোজিট মিল একই মালিকানার কয়েকটি বিল্ডিং সহ একই প্রাঙ্গনে স্থাপিত হচেছ। প্রকাশ যে ডাইং এবং প্রিন্টিং ও তৈরী পোশাক কাটিং/সুইং একই ফ্লোরে করা হলে কাপড়ের গুনাগুন নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ফেব্রিক্সের শেইড ও কাপড়ের গুনগত মানের তারতম্য ঘটতে পারে। আরো উল্লেখ্য যে, ডাইং প্রিন্টিং যে ফ্লোরে ধরা হয় সে ফ্লোরে দুষণের মাত্রাও বেশী থাকে।

গ) নারায়ণগঞ্জে প্রধানত ঃ নীট শিল্প প্রসার লাভ করে। পর্যায়ক্রমে নিটিং, ডাইং, প্রিন্টিং ও পোশাক তৈরী একই কারখানার আওতায় বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত হয়। অন্যদিকে সার্কুলার নিটিং মেশিনও ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় স্থাপন

করা হয়। আধুনিক সার্কূলার নিটিং মেশিনগুলোর উচচতা বেশী ও এগুলো ওজনে ভারী। এগুলো নীচতলায় স্থাপন করতে হয় এবং এগুলো বিদ্যমান বিল্ডিং এর স্থাপন করা যায় না। এমতাবস্থায়, Bond continuous শর্ত শিথিল করা অত্যান্ত জরুরী।

সিদ্ধান্তঃ

ক) একই মালিকানাধীন একই প্রাঙ্গণে অবস্থিত বিভিন্ন বিল্ডিং স্থাপনকৃত কারখানার ক্ষেত্রে বন্ড Bond continuous হবার শর্ত শিথিল করা হবে।

খ) অন্য দুটি ক্ষেত্রে পরবর্তীতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

আলোচ্যসূচী ঃ

৭। নমুনা পোশাক তৈরী, ট্যাগ, লেবেল ও স্টীকার আমদানীঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিনাশুল্কে নমুনা কাপড় আমদানির অনুমতি দিয়েছে। যার বিপরীতে বিজিএমইএ হতে পাশ বই ইস্যু করে প্রাপ্যতা নির্ধারন করে দেওয়া হচেছ। ট্যাগ, লেবেল, স্টীকারও বিনাশুল্কে আমদানীর অনুমতি রয়েছে। কিন্তু এগুলো খালাসের অনেক সময় বেগ পেতে হচেছ।

সিদ্ধান্তঃ

নমুনা ফেব্রিক্স, ট্যাগ, লেবেল ও স্টীকার একই দিনে খালাস করার ব্যবস্থা করা হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(ডঃ শোয়েব আহমেদ)
চেয়ারম্যান
১৬.০৯.২০০১ইং